এখনো গ্রেনেডের দুঃসহ কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন অনেকে

২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহতরা ভালো নেই। অনেকে এখনো গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে কেউ হারিয়েছেন চোখ, কারো গেছে চলার ক্ষমতা, কেউ হারিয়েছেন শ্রবণশক্তি। অনেকে প্যারালাইসড হয়ে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন, অনেকের জীবনে এখন ক্র্যাচই চলাফেরার নিত্যসঙ্গী।

আবার কারো সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। ১৬ বছর পরও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের যন্ত্রণায় রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না তারা। সেদিনের পরে আহতদের অনেকেই আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। কেউ কেউ শরীরে বহন করে চলেছেন শত শত স্প্লিন্টার।

ঐ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা জানান মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী ও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা ফেরদৌসী। তিনি বলেন, ‘পঙ্গুত্বের জীবন যে কী কষ্টের, কী যে ভয়াবহ, সে কথা পঙ্গু না হলে জানা যায় না। আমার সুন্দর জীবনটা হারিয়ে গেছে। জোড়াতালি দেওয়া হাত-পা নিয়ে বেঁচে আছি। মাথা, বুক, দুই পা, পেট—সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার। অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই চলছি।’

দলের অনেক সিনিয়র নেতাও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে প্রতিদিন দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন দলের। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনিও ২১শে আগস্ট ভয়াল গ্রেনেড হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশে চিকিত্সার পর এখনো সর্বাঙ্গে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার বিঁধে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই আমার দিন কাটছে। অমাবস্যা ও শীতকাল এলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়।’

বর্বরোচিত সেই গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে এস এম কামাল হোসেন বলেন, এখনো ১০ থেকে ১২টি

স্প্লিন্টার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

১ হাজার ৮০০ স্প্লিন্টার দেহের মধ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন মাহবুবা পারভীন। তিনি জানান, মাথার দুটি স্প্লিন্টার তাকে খুব জ্বালায়। সুঁইয়ের মতো হুল ফোটায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একবার নিজেই ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে স্প্লিন্টার বের করার চেষ্টা করেছিলেন মাহবুবা। পরে জায়গাটায় ঘা হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হাসপাতালে ছোটেন। মাঝেমধ্যে তিনি পাগলের মতো চিত্কার করে আবোল-তাবোল বলেন।

আহতদের একজন বর্তমান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান। কিডনি, অণ্ডকোষ, রক্তনালিসহ তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে এখনো ৫৮টি স্প্লিন্টার রয়েছে। শরীরে থাকা স্প্লিন্টারের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সবকিছু ফেলে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। শুধু ওদেরই (গ্রেনেডের স্প্লিন্টার) সঙ্গে নিয়ে যাব।’ শারীরিকভাবে আহত হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ট্রমা প্রসঙ্গে শেখ বজলুর রহমান বলেন, ‘সেই ভয়াল স্মৃতি আর মনে করতে চাই না।’

২১শে আগস্ট শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, সেই ট্রাকের পেছনে ছিলেন পুরান ঢাকার মাজেদ সরদার রোডের বাসিন্দা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রী রাশিদা আক্তার রুমা। গ্রেনেডের আঘাতে ১৮টি দাঁত পড়ে যায় তার। ডান পা পচতে পচতে হাড়ে লেগেছে। এখন পচতে শুরু করেছে বাম পা। গ্রেনেড হামলার পর মরার মতো পড়ে ছিলেন। মারাত্মক আহত রাশিদাকে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে মৃত ভেবে কেউ একজন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন। রাশিদাকেও হামলার কয়েক দিনের মাথায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল ২০ ব্যাগ। পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে গিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে দেশে ফেরেন হুইলচেয়ারে।

গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন আসমা জেরিন ঝুমুও। গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান, প্রবীণ নেতা আমির হোসেন আমু, প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম, প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফ, ওবায়দুল কাদের, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, প্রয়াত সাহারা খাতুন, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, কাজী জাফর উল্লাহ, পংকজ দেবনাথ, সাঈদ খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, শাহিদা তারেক দিপ্তী, উম্মে রাজিয়া কাজল, আবুল হোসেন মোল্লা, মামুন

মল্লিক, কাজী মোয়াজ্জেম হোসেইন, হামিদা খানম মনিসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী।

সূত্র- ইত্তেফাক

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

চীন থেকে প্রত্যাহার হওয়া বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্য দেশ থেকে বিনিয়োগ আনার বিষয়ে কী করণীয়, তা নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সপ্তম গভর্নিং বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কী কী প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশ কী করতে পারে—এসব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমিটি গঠন ছাড়াও আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্টসহ কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল।

জানা গেছে, দেশের সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগকারীদের

জমি ইজারা দেওয়ার পর সরকার নতুন একটি এসআরও জারি করে বলছে, জমির ইজারা মূল্যের ওপর এখন থেকে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হবে ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবারের গভর্নিং বোর্ডের সভায় সংসদ সদস্য সেলিমা আহমাদ ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান। সভায় তিনি বলেন, এমনতিই দেশে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। করোনা মহামারীর কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ।

নতুন করে জমির ইজারা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানো হলে ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়ে যাবে। করোনার এই সময়ে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। এই ভ্যাট বসানোর যৌক্তিকতা এবং তা প্রত্যাহার করা যায় কি না এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে গঠিত কমিটিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, করোনা মহামারী-পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বেজা থেকে একটি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে করপোরেট করের হার বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশি। যেমন—ভারতে করোনার সময়ে করপোরেট করের হার ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। চীনে এখন করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ।

এ ছাড়া ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২০, যুক্তরাজ্যে ১৯, সিঙ্গাপুরে ১৭, যুক্তরাষ্ট্রে ২১, জাপানে ২৩, মালয়েশিয়ায় ২৪ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে করপোরেট করের হার ৩০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৩৫ শতাংশ। করোনা-পরবর্তী সময়ে করপোরেট করের হার কমিয়ে আনা যায় কি না, কমালে কী হতে পারে, বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হবে—এসব বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে নবগঠিত কমিটিকে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আনতে হলে করপোরেট করের হার কমানোর বিকল্প নেই বলে মনে করে বেজা।

বেজা থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের বর্তমান আমদানিনীতিতে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তর করার সুযোগ নেই। করোনার এই সময়ে বিদ্যমান আমদানিনীতি সংশোধন করে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সভায় বেজা থেকে আরো বলা হয়, অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে পুরো ১০ বছরই কর অবকাশ সুবিধা রাখতে হবে, যেটি এখন নেই।

সভায় মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ‘সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক’ নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হোসেন্দী অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মতো বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানিতে সমান নগদ সুবিধা পাবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। আগে শুধু দেশীয় কোম্পানি এই সুবিধা পেত।

সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরকে মেরিন ড্রাইভের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’ নিয়ম থেকে সরে এল রেল

ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হাত বদলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। গত রবিবার থেকে এই ব্যবস্থা চালুর পর বিড়ম্বনায় পড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে চার দিনের মাথায় এসে এই

কড়াকড়ি শিথিল করলো রেলওয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানে বা মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজ টিকেট, রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট কারো নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে তাহলে উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত হবে।

অনুরূপভাবে টিকেটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহার করার চেষ্টা করলে তাকে একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত করা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে

হবে: প্রধানমন্ত্রী

দেশে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশাপাশি কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের দিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা)গভর্নিং বডির ৭ম সভায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় বক্তব্য রাখেন।

কৃষিজমি রক্ষা করে শিল্পায়নের পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর; এতে কোনো সন্দেহ নাই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন আমাদের প্রয়োজন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী।

পরিবেশ রক্ষা করে শিল্পায়ন করার দিকে জোর দেন সরকার প্রধান। বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এটাও একান্তভাবে অপরিহার্য, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষিজমি যাতে রক্ষা পায়, কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশপাশি শিল্পায়ন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, ভূখণ্ডের দিক থেকে আমরা ছোট হলেও আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের যেমন কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে, আবার প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যাতে চলতে পারি, কারণ বাংলাদেশ একটা ডেল্টা, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

সূত্র- যুগান্তর

অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আদালতে সাবরিনা-আরিফসহ ৮ আসামি

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় জালিয়াতি-প্রতারণা মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা চৌধুরী, তার স্বামী ও প্রতিষ্ঠানটির সিইও আরিফুল হক চৌধুরীসহ আট আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতে আনা হয়।

এরপর বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে তোলা হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে আদালত মামলার শুনানি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মূলতবি করেন।

গত ১৩ আগস্ট একই আদালতে এই মামলার অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পরে আসামি পক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত শুনানির জন্য ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক লিয়াকত আলী। অভিযোগপত্রটি দেখার পর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুলফিকার হায়াত তা বিচারের জন্য বদলির আদেশ দেন। এরপর মামলাটি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফুজ্জামান আনছারীর আদালতে আসে।

অভিযোগপত্রে সাবরিনা ও আরিফুলকে জালিয়াতি ও প্রতারণার মূলহোতা ও বাকি ছয়জনকে অপরাধে সহায়তাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্য ছয় আসামি হলেন- আবু সাঈদ চৌধুরী, হুমায়ূন কবির হিমু, তানজিলা পাটোয়ারী, বিপ্লব দাস, শফিকুল ইসলাম রোমিও ও জেবুন্নেসা।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের একজন চিকিৎসক ও জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনাকে এই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। এর আগে গত ২৩ জুন করোনার ভুয়া সনদ দেওয়া, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করোনার ভুয়া রিপোর্টদানকারী প্রতিষ্ঠান জেকেজি হেলথ কেয়ারের কর্ণধার আরিফুল চৌধুরীসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে শুরু হচ্ছে পাসপোর্ট ইস্যুর কাজ।

বুধবার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর। অধিদফতরের পরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও পরিদর্শন) মো. সাঈদুর রহমান মহাপরিচালকের পক্ষে আদেশে স্বাক্ষর করেন।

এতে বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক সীমিত পরিসরে এমআরপি এবং ই-পাসপোর্টের এবোলমেন্ট (নতুন ও রি-ইস্যু) কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ বিষয়ে আগের জারি করা সব আদেশ বাতিল করা হলো। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভূমধ্যসাগরে বছরের সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে ৪৫ জনের মৃত্যু

চলতি বছরে লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সবচেয়ে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচ শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন অভিবাসী এবং শরণার্থী। গত সোমবার এই নৌকাডুবি হয় বলে বুধবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এসব তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

জানা গেছে, ৮০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ওই নৌযানটির ইঞ্জিন বিষ্ফোরিত হলে তা ডুবে যায়। এতে অন্তত ৪৫ জন প্রাণ হারান। স্থানীয় জেলে ও মৎসজীবীরা ৩৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ।

ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী ওই দুর্ঘটনার পর বুধবার যৌথ বিবৃতিতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এমন তথ্য দিয়ে উদ্ধার অভিযান জোরদার করার আহ্বান

জানিয়েছে। বলা হচ্ছে, সোমবারের ভয়াবহ ওই নৌকাডুবির যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই আফ্রিকার দেশে সেনেগাল, মালি, শাদ এবং ঘানার বাসিন্দা।

এদিকে, ব্যাপক উদ্ধার অভিযান ছাড়া ভূমধ্যসাগরে আরও অনেকের প্রাণহানি ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় চলতি বছর ভূমধ্যসাগরে তিন শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০১৪ সালে আইওএম হিসাব রাখার শুরুর পর গত কয়েক বছরে এই সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। তবে এই তথ্যের চেয়ে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি বলেই জানাচ্ছে বিবিসি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পাইলটবিহীন বিমানের চতুর্থ প্রজন্মের টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করল ইরান

প্রথমবারের মতো ইরান পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোনে ব্যবহার করার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের হালকা টারবোফ্যান ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বুধবার তেহরানে ইরানের সংসদের শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা জানিয়েছেন।

টারবোফ্যান ইঞ্জিন বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক ড্রোনগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিন তৈরির ফলে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বিশেষ করে বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি চতুর্থ প্রজন্মের এই ইঞ্জিনের মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

একইসঙ্গে আজ ইরানি জঙ্গিবিমান ‘কাওসার’-এর জন্য ‘ওজ’ বা ‘চূড়া’ নামের ইঞ্জিনের গণ উৎপাদনেরও উদ্বোধন করা হবে। ইরানের

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ওজ’ ইঞ্জিনকে বিমানে ব্যবহার করার আগের সবগুলো পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
জেনারেল হাতামি মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিবাদী ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের বহু অপরাধযজ্ঞে এই দখলদার শক্তির হাত থাকার বিষয়টি এখন স্পষ্ট।

জবরদখলকারী এই সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মানুষ আরো বেশি অপরাধযজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আর এজন্য দায়ী থাকবে সেসব দেশ যারা তাদের মাটিতে ইসরাইলকে অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। সূত্র : পার্সটুডে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নদীতীরে স্থানান্তরযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

পকূলীয় নদী ড্রেজিং করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, চোখের সামনে বড় বড় ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য সবজায়গায় সবকিছু তৈরি করা যাবে না। স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা—এগুলো নির্মাণের সময় সতর্ক থাকতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।

শেরেবাংলানগরের এনইসি সম্মে-লনকক্ষে একনেক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। সভা শেষে নিজ দপ্তর হতে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নদী খননের সঙ্গে সঙ্গে খালও পরিষ্কার রাখতে হবে। ড্রেজিং গভীর করে করতে বলেছেন, যাতে করে ভাঙন কম হয়। আমাদের বন্যার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে। বন্যার পানি যাতে দ্রুত নেমে যেতে পারে সেজন্য উপকূলীয় অঞ্চলের নদীগুলো ড্রেজিং করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। নদীভাঙন প্রবণ এলাকায় স্কুল, কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা এমন ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে ভাঙন শুরু হলে এগুলো দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জে ঘড়বাড়িগুলো টিনের একতলা, দোতলা। নদীভাঙন শুরু হলে দ্রুত এগুলো স্থানান্তর করা যায়। প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের মডেল ডেভেলপ করতে বলেছেন। যাতে করে বড় বড় ভবন নদীগর্ভে চলে না যায়।

একনেক সভায় ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত সাতটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশনা ও অনুশাসনের বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, দেশে আর ‘স্লুইসগেট’ না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কারণ এর বেশির ভাগ কাজ করছে না, সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে না। এজন্য এগুলো নির্মাণের আগে একটি সমীক্ষা করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সভায় সড়ক বিভাগের প্রকল্পে ডাকবাংলো নির্মাণ না করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধামন্ত্রী। সভায় ৫২৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৪টি জরাজীর্ণ কংক্রিট সেতু ও ২৫টি বেইলি সেতুর স্থলে মোট ৪৯টি নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণ করার লক্ষ্য রয়েছে। এই কাজের তদারকি করার জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়।

এ বিষয়ে পরকল্পনামন্ত্রী জানান, এখন যাতায়াত ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিদর্শন শেষ করে ফেরা যায়। আগে সেই ব্রিটিশ আমলে যখন যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ ছিল, থাকার জায়গা ছিল না তখন এসব বাংলো নির্মাণ করা হতো। এ প্রকল্প হতে বাংলো নির্মাণ বাদ দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া উন্নত সড়কে টোল আদায়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে করে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এই টোলের টাকায় মেটানো যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

একনেক সভায় ৮৪৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বারৈয়ারহাট- হেঁয়াকো-

রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ভারতীয় ঋণ (এলওসি) হতে ৫৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে খাগড়াছড়ির রামগড় দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগযোগ সহজ হবে। সভায় জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি আগামী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করাসহ প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

সভায় অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো:৫২৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প, ৭১২ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লঞ্চঘাট হতে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা রক্ষা প্রকল্প, ৫৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প এবং ২৬১ কোটি ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে ইমার্জেন্সি মালটি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। রোহিঙ্গাদের সহায়তায় নেওয়া প্রকল্পটিতে ৩ লাখ ডলার অনুদান বাড়িয়েছে বিশ্বব্যাংক।

সূত্র- ইত্তেফাক